Policy Brief

September 2023

Photo | Social Distancing-Support, shutterstock

অনিশ্চয়তা, এলাকাভিত্তিক বৈষম্য এবং অপর্যাপ্ত সাহায্য

কোভিড-১৯ পরবর্তী বাংলাদেশের শহরে বসবাসরত দরিদ্রদের অভিজ্ঞতা

কিটি রোলেন, সাকলাইন আল মামুন, কবিতা চৌধুরী, বিদ্যা দিবাকর, আবু সায়েম রাব্বি, রাইসা রওনক, মাহিন সুলতান, শিলোহনি সুমস্থিরান

কোভিড-১৯ মহামারীর কারণে বাংলাদেশে দরিদ্রতার হার বেড়েছে, বিশেষ করে শহর অঞ্চলে। দ্রব্যমুল্যের ঊর্ধ্বগতি এবং উচ্চ মূদ্রাস্ফীতির হার বাড়তে থাকা সামাজিক-অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তাকে আরো বাড়িয়ে তুলেছে। এই ধরণের সংকটের প্রভাব মোকাবেলা করতে এবং পরিবারগুলিকে অনিশ্চয়তা থেকে রক্ষার্থে সামাজিক সুরক্ষা অত্যাবশ্যক। এই লেখাটি নগরবাসীদের দারিদ্র্যের অভিজ্ঞতা এবং কোভিড-১৯ মহামারীর পর থেকে তারা যে সহায়তা পেয়েছে তার একটি ধারণা প্রদান করেছে এবং বাংলাদেশের শহর অঞ্চলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচি বাস্তবায়নে সম্ভাব্য দিকনির্দেশনা তুলে ধরেছে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে ঢাকার কল্যাণপুর এবং চট্টগ্রামের শান্তিনগর থেকে তথ্য সংগ্রহ করা হয়। এই গবেষণায় নিম্ন-আয়ের এলাকায় বসবাসরত বাসিন্দাদের উচ্চ মাত্রার অনিশ্চয়তা, মানসিক স্বাস্থ্যের উপর দারিদ্র্যের প্রভাব, বৈষম্যের অভিজ্ঞতা এবং অপর্যাপ্ত সামাজিক সুরক্ষা সহায়তার বিষয়গুলো উঠে এসেছে। এই লেখায় শহর এলাকায় সামাজিক সুরক্ষা সম্প্রসারণ, এলাকা ভিত্তিক বৈষম্য প্রতিরোধ, সহায়তার মর্যাদাপূর্ণ বিতরণ নিশ্চিত করা এবং একটি সমন্বিত নীতি গ্রহণের প্রয়োজনীয়তা তুলে ধরা হয়েছে।

মূল বার্তা

১. কোভিড-১৯ মহামারী শহর অঞ্চলে দরিদ্র্যতা বৃদ্ধি করেছে এবং নিম্ন-আয়ের এলাকায় বসবাসরত মানুষদের জীবনযাত্রা অনিরাপদ ও অস্থিতিশীল করে তুলেছে।

২. অর্থনৈতিক অনিশ্চয়তা এবং দরিদ্রতা মানসিক চাপ সৃষ্টি করেছে এবং মানসিক স্বাস্থ্যের উপর প্রভাব ফেলেছে, বিশেষ করে মহিলাদের ক্ষেত্রে।

৩. নিম্ন-আয়ের এলাকায় বসবাসরত মানুষ অসম্মানজনকভাবে চিহ্নিত হয়েছে এবং বৈষম্যের শিকার হয়েছে।

৪. কোভিড-১৯ মহামারীর সময়ে শহরাঞ্চলে জরুরী ত্রাণ ব্যবস্থা জারি ছিল, কিন্তু সরকার-বাস্তবায়িত সামাজিক সুরক্ষা অপর্যাপ্ত ছিল এবং সহায়তা পেতে অনেক ধরনের হয়রানি পোহাতে হয়েছে।

৫. খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রয় কর্মসূচী শহরে নিম্ন আয়ের এলাকায় ব্যাপকভাবে চালু ছিল তবে এগুলোর বিতরণ প্রক্রিয়ায় সমস্যা ছিল বলে মনে করা হয়।

৬. উত্তরদাতারা সম্মত হন যে সরকার এবং এনজিও থেকে পাওয়া সাহায্য লজ্জাজনক বলে বিবেচিত হওয়া উচিত না। কিন্তু বাস্তবে দেখা যায় যে লোকজন সাহায্য চাইতে বা সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করে বিশেষ করে যারা নতুন দরিদ্র হয়েছে বা যাদেরকে জনসম্মুখে সাহায্য নিতে হয়েছে।

ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরে দরিদ্রতা

ফেব্রুয়ারি ২০২০ এবং মে ২০২২ এর মধ্যে, মহামারি রোধকল্পে দফায় দফায় যেসকল পদক্ষেপ গ্রহণ করা হয়েছিল সেগুলোর কারণে দরিদ্রতা বৃদ্ধি পেয়েছে। ২০২৩ সালের মার্চ মাসে অর্থাৎ মহামারী শুরু হওয়ার তিন বছর পরে, দারিদ্র্যের হার প্রাক-মহামারী সময়ের তুলনায় এখনও বেশি।

দারিদ্র্যের গতিপথের বিশ্লেষণ অনুযায়ী বেশিরভাগ উত্তরদাতা-৫৭ শতাংশ-অস্থায়ী দরিদ্র ছিল, অর্থাৎ তারা ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে মার্চ ২০২৩ এই সময়কালে দারিদ্র্যসীমার উপরে নিচে উঠানামা করেছে। মহামারীর আগে ঢাকা এবং চট্টগ্রামের উত্তরদাতাদের মধ্যে যথাক্রমে ১৩ শতাংশ এবং ৯ শতাংশ মানুষের অবস্থান দারিদ্রসীমার উপরে ছিল, কিন্তু মহামারীর পর তারা দারিদ্র্যের কবলে পড়ে এবং তা থেকে এখনো বের হতে পারেনি। চট্টগ্রামে উত্তরদাতাদের ২৪ শতাংশ এবং ঢাকায় উত্তরদাতাদের ১৭ শতাংশ লকডাউনের বিভিন্ন সময়ে অপরির্তিতভাবে দরিদ্র ছিল। একই আকারের একটি গোষ্ঠী দরিদ্রতা থেকে বেরিয়ে এসেছে, যা চট্টগ্রাম ও ঢাকায় যথাক্রমে ১০ শতাংশ এবং ৮ শতাংশ। উত্তরদাতাদের মাত্র ৩ শতাংশ এই সময়কালে দারিদ্র্যের কোনোরূপ অভিজ্ঞতার সম্মুখীন হননি।

বর্তমান দরিদ্রতার হার প্রাক-মহামারী সময়ের দরিদ্রতার হারের কাছাকাছি পৌঁছে গেলেও, অনেক পরিবারের আর্থ-সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা (স্থিতিস্থাপকতা বলতে বুঝনো হয়েছে প্রতিকূল অবস্থা থেকে ঘুরে দাঁড়ানোর সক্ষমতাকে) ও সঞ্চয় হ্রাস পেয়েছে এবং অনেকেই ঋণগ্রস্থ হয়েছে। এছাড়া দ্রব্য মূল্য বৃদ্ধি এবং সীমিত কাজের সুযোগ তাদের অবস্থার আরো অবনতি ঘটিয়েছে। মহামারির সময় থেকে পরিবারগুলোর প্রতিকূল অবস্থা থেকে ঘুরে দাড়ানোর সক্ষমতা হ্রাস পেয়েছে। পাশাপাশি ক্রমাগত মুদ্রাস্ফীতির চাপ এবং পর্যাপ্ত অর্থ উপার্জনের অক্ষমতা দরিদ্র মানুষকে আরো অনিরাপদ এবং অনিশ্চিত জীবনযাত্রার দিকে ঠেলে দিয়েছে।

ভালো বেতনের কাজ বা, তুলনামূলক দীর্ঘমেয়াদী কর্মসংস্থানের সুযোগ, যেমন কারখানার কাজ ও গৃহস্থালী কাজগুলো, ক্রমেই দুষ্প্রাপ্য হয়ে উঠেছে। ফলে শহরের নিম্ন-আয়ের এলাকার বাসিন্দারা অনিরাপদ এবং প্রায়শই কম বেতনের পেশা যেমন দিনমজুরি, রিকশা চালানো, পান বিক্রি করা বা, চায়ের স্টলে কাজ করার উপর বেশি নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। এই পরিবর্তনগুলির মধ্যে কিছু পরিবর্তন সরাসরি মহামারির কারণে (যেমন গৃহস্থালী কাজের চাহিদা হ্রাস পাওয়া), তবে অন্য পরিবর্তনগুলি, যেমন কারখানা বন্ধ বা, স্থানান্তরের মতো ঘটনা, মহামারি এবং অর্থনৈতিক সংকটের দীর্ঘমেয়াদী প্রভাব থেকে উদ্ভূত বলে ধারণা করা যায়।

সারণী: ফেব্রুয়ারি ২০২০ থেকে মার্চ ২০২৩ পর্যন্ত দারিদ্র্যের হার

দারিদ্রের হার	চট্রগ্রাম	ঢাকা	সামগ্রিক/মোট
ফেব্রুয়ারি'২০	৫৩.৮	৪৫.৩	৪৮.৯
মার্চ-এপ্রিল'২০	১ম লকডাউন		
জুন'২০	৮৮.৬	৭৯.৩	৮৩.৩
মার্চ'২১	৫৩.০	৫৫.৩	৫৪.৩
এপ্রিল'২১	২য় লকডাউন		
জুলাই'২১	৩য় লকডাউন		
আগস্ট'২১	৭৬.৫	৭০.৪	৭৩.০
জানুয়ারি'২২	৫৪.৬	৫০.৩	৫২.১
জানুয়ারি-ফেব্রুয়ারি'২২	৪র্থ লকডাউন		
মে'২২	৬৫.৯	৬০.৯	৬৩.০
মার্চ'২৩	৭১.৪২	৬২.৬	৬৬.২

সূত্র: PPRC-BIGD সমীক্ষা তথ্য এবং নতুন সংগৃহীত CLEAR Becoming Poor তথ্যের উপর ভিত্তি করে গবেষকদের গণনা (balanced sample, N=311), স্ব-উল্ল্যেখিত মাসিক আয়ের ভিত্তিতে।

ঢাকা ও চট্টগ্রাম শহরের নিম্ন-আয়ের এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে, বিশেষ করে নিম্ন আয়ের লোকজন এবং মহিলাদের মধ্যে মানসিক চাপ সাধারণ একটি বিষয়। দরিদ্রতম কুইন্টালের দুই-তৃতীয়াংশ এবং নারীদের দুই-তৃতীয়াংশ গুরুতর মানসিক চাপের কথা জানিয়েছি। মানসিক চাপ মূলত খেয়ে-পরে বেঁচে থাকার সংগ্রাম এবং নিম্ন-আয়ের এলাকায় বসবাস করার ফলে উদ্ভূত বিভিন্ন উদ্বেগের সাথে সম্পর্কিত, যেমন অনিরাপদ এবং ক্ষণস্থায়ী আবাসন।

সামাজিক অমর্যাদা (Stigma) এবং বৈষম্য

ঢাকা এবং চট্টগ্রাম শহরের নিম্ন-আয়ের এলাকার বাসিন্দাদের ব্যাপক সামাজিক অমর্যাদা এবং বৈষম্যমূলক আচরণের স্বীকার হতে হয়, বিশেষ করে যখন তাদের নিজেদের এলাকার বাইরে কাজ খুঁজতে বা, বিভিন্ন পরিষেবাগুলি পাওয়ার জন্য যেতে হয়। অনেক সময় তাদের কাজে নেয়া হয় না এবং তারা প্রায়শই তাদের সন্তানদের স্কুলে ভর্তি করতে পারে না বা, বিভিন্ন সরকারী প্রতিষ্ঠান থেকে সেবা দেয়া হয় না, যখন তারা নিজেদেরকে 'বস্তি' এলাকার বাসিন্দা হিসেবে পরিচয় দেয়।

> আমরা কোনো গুরুত্বপূর্ণ অফিসে গেলে আমাদের পরিচয়পত্র দেখাতে পারি না। আমি পাঁচ জনের সাথে সেখানে বসলে সবাই একই এলাকার হলেও আমাকে বস্তিবাসী হিসেবে চিহ্নিত করা হবে। আমরা বুঝতে পারি যে আমাদের সাথে বসে অন্য লোকেরা অস্বস্তিবোধ করছে কিন্তু আমরাও তো মানুষ। আমাদের বাবা-মায়ের কিছু সম্পদ থাকলে আমরা এখানে থাকতাম না।
>
> —মহিলাদের দলীয় আলোচনা, ঢাকা

দরিদ্র মানুষেরা নিজেদের দ্বিতীয় শ্রেনীর নাগরিক হিসেবে মনে করেন, এমনকি অনেক ক্ষেত্রে তাদের মানুষ হিসাবেই গণ্য করা হয় না বলেও তারা মনে করেন। কোভিড-১৯ মহামারি চলাকালীন কঠোর নজরদারি এবং লকডাউন নিয়মের সহিংস প্রয়োগ তাদের প্রতি অন্যায্য এবং কঠোর আচরণ হিসেবে তারা উল্লেখ করেন।

> বস্তিবাসী পুলিশের সার্বক্ষণিক নজরদারিতে ছিল। এমনকি মুদি দোকানে গিয়ে কিছু কেনা একটি দুরূহ বিষয় হয়ে ওঠে। লোকজন বের হলে পুলিশ ধাওয়া করতো এবং মারধরও করতো। এটা এখানকার মানুষের জন্য সত্যিই অপমানজনক ছিল।
>
> —পুরুষদের দলীয় আলোচনা, ঢাকা

অপেক্ষাকৃত স্বচ্ছল মানুষরাও কখনো কখনো দরিদ্র সম্প্রদায়ের মানুষদের সাথে বিরূপ আচরণ করে থাকে।

সামাজিক সুরক্ষা

মহামারি চলাকালীন গ্রামীণ এলাকার তুলনায় শহর অঞ্চলগুলি জরুরী ত্রাণ বেশি পেয়েছে। ঢাকা ও চট্টগ্রামে যথাক্রমে ৫৬ শতাংশ এবং ৫২ শতাংশ উত্তরদাতা প্রথম লকডাউনের পর থেকে কিছু সাহায্য পেয়েছেন বলে জানান। তবে এই সহায়তার ৮০ শতাংশ এনজিও বা, পরিবার এবং বন্ধুদের কাছ থেকে পাওয়া। বয়স্ক ভাতা বা, ছাত্রদের জন্য উপবৃত্তির মতো প্রচলিত সামাজিক সুরক্ষা স্কিম খুব অল্প সংখ্যক মানুষ পেয়েছে।

অল্প পরিসরের পাশাপাশি সহায়তার পরিমাণও কম ছিল। ৭৯ শতাংশ সাহায্য দেয়া হয়েছিল বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে এবং ২১ শতাংশ সাহায্য দেয়া হয়েছিল নগদ টাকায়। বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে দেয়া সাহায্যের পরিমাণ কম ছিল, উত্তরদাতারা অনুমান করেন বিভিন্ন দ্রব্যের মাধ্যমে দেয়া সাহায্যের আর্থিক মুল্য ছিল প্রতি মাসে ৫৭০ টাকা। সর্বশেষ পাওয়া নগদ টাকায় সাহায্যের পরিমাণ ছিল প্রতি মাসে আনুমানিক ২,৫০০ টাকা।

সরকারি বা, স্থানীয় নেতাদের কাছ থেকে ত্রাণ পেতে ক্ষমতায় থাকা লোকজনের সাথে ভালো সম্পর্ক বজায় রাখা গুরুত্বপূর্ণ বলে উত্তরদাতারা মনে করেন। এনজিওগুলি - যেমন ব্র্যাক - সাধারণত স্বচ্ছভাবে কাজ করে বলে মনে করা হয়, কিন্তু সেখানেও ব্যক্তিগত সম্পর্ক একজন ব্যক্তির প্রোগ্রাম তালিকায় অর্ন্তভুক্তি এবং সহায়তা পাওয়ার ক্ষেত্রে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা পালন করেছে। এর ফলে যাদের সাহায্য প্রয়োজন তাদেরকে তালিকা থেকে বাদ দেওয়ার পাশাপাশি এমন অনেককে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে যারা সাহায্যের জন্য যোগ্য ছিল না।

সরকারি মজুদ থেকে ব্যাপক পরিসরে খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রি (ওএমএস নামেও পরিচিত) করা হয়েছে যা সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর অংশ (যদিও অনেক ব্যবহারকারীর এই সম্পর্কে কোন ধারণা নেই)। এই সেবাগুলো শুধুমাত্র শহরে পাওয়া গেছে। ঢাকা ও চট্রগ্রামের প্রায় অর্ধেক উত্তরাদাতা মার্চ ২০২৩-এর সমীক্ষায় জানান যে, তারা ৬ মাস আগে পর্যন্ত এখান থেকে চাল, ডাল এবং পেঁয়াজের মতো পণ্য কিনেছেন।

সহায়তাকেন্দ্রিক লজ্জা এবং মর্যাদাবোধ

উত্তরদাতারা সম্মত হন যে সরকারি বিভিন্ন সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা যেমন বয়স্ক ভাতা বা এনজিও থেকে পাওয়া সাহায্য নিতে কারো লজ্জা পাওয়া উচিত না। দারিদ্রতা কমানো সরকারের একটি দায়িত্ব হিসেবে দেখা হয়। অন্যদিকে উত্তরদাতাদের একটি বড় অংশ মনে করেন যে পরিবার, বন্ধু এবং প্রতিবেশিদের কাছ থেকে সাহায্য নিতে লজ্জা পাওয়া উচিত কারণ তাদের সাহায্য করার মত সামর্থ্য সবসময় থাকে না।

> সাহায্য চাইতে খারাপ লাগে আমার। যদি না খায়া থাকি, আমার মনে হয় ঐটাই ভালো। আমি চাইতে পারি না, আমার কাছে লজ্জাবোধ মনে হয়। এইটাই আমার সমস্যা। সরকারের সাহায্য নিতে লজ্জা লাগে না। আমার ভালো লাগসে ঐ সাহায্য নিতে। এটা সরকার দিতেসে, আমি ঐটা নিবোই। সবাই নিচ্ছে, আমি নিলে সমস্যা কী? এনজিও'র কাছ থেকে নিতে খারাপ লাগবে কেন? এনজিও'র সাথে আমার চলাচল আছে, আমি নিতেই পারি, আমারে দিতেই পারে।
>
> —পুরুষ উত্তরদাতা, ঢাকা

কিন্তু কিছু উত্তরদাতা সরকারি সাহায্য নিতে লজ্জা বোধ করেন, বিশেষ করে অতীতে যাদের অর্থনৈতিক অবস্থা ভালো ছিল বা একটি স্থায়ী চাকরি ছিল। নতুন করে দরিদ্র হওয়া বা অস্থায়ী দরিদ্রদের জন্যও এই কথা বিশেষভাবে প্রযোজ্য।

ত্রাণ বা, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর বাস্তবায়ন পদ্ধতি একটি গুরুত্বপূর্ণ বিষয়। যদি সরকারি সহায়তা শুধুমাত্র হতদরিদ্রদের লক্ষ্য করে দেয়া হয় অথবা, সেটা পাওয়ার জন্য তাদের জনসমক্ষে লাইনে দাঁড়াতে হয় (যেমন ওএমএস) তাহলে সেটা তাদের সামাজিক মর্যাদায় কালিমা লেপন করে। এই ধরণের অপমানবোধ বিশেষভাবে তাদের জন্য প্রযোজ্য যাদের সাধারণত বেঁচে থাকার জন্য বাইরের সহায়তার প্রয়োজন হয় না। এই কর্মসূচীর অন্যান্য সমস্যাগুলির মধ্যে রয়েছে দীর্ঘ সময় লাইনে দাঁড়িয়ে থাকা, পুরুষ কর্তৃক মহিলাদের হয়রানি, লাইনে অস্থিরতা বা, মারামারি, পছন্দের পণ্য না থাকা এবং সারির সামনে পৌঁছানোর আগেই বরাদ্দকৃত পণ্য ফুরিয়ে যাওয়া।

সুপারিশসমূহ

শহর অঞ্চলে সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীর পরিসর বাড়ানো

মহামারী চলাকালীন ঢাকা ও চট্টগ্রামের নিম্ন-আয়ের এলাকার বাসিন্দারা প্রাথমিকভাবে এনজিও, স্থানীয় নেতা, কমিউনিটি সদস্য, পরিবার এবং বন্ধুদের দেওয়া বিশেষ ত্রাণের উপর নির্ভরশীল ছিল। এইসব সহায়তার বেশিরভাগই এখন বন্ধ হয়ে গেছে। দ্রব্যমূল্য বৃদ্ধি এবং উচ্চ মুদ্রাস্ফীতি এই ধরণের অনানুষ্ঠানিক সহায়তা ক্ষতিগ্রস্থ হওয়ার অন্যতম একটি কারণ। অর্থনৈতিক স্থিতিস্থাপকতা তৈরিতে অক্ষমতা এবং উচ্চ মাত্রার অনিশ্চয়তার সম্মুখীন হওয়া, সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচীতে প্রবেশাধিকারের অভাব শহরের নিম্ন-আয়ের এলাকার বাসিন্দাদের জন্য একটি বড় ধাক্কা এবং এগুলো তাদেরকে নতুন করে দরিদ্রতার সম্মুখীন করে। বাংলাদেশের জাতীয় সামাজিক নিরাপত্তা কৌশলে (NSSS) এবং অষ্টম পঞ্চবার্ষিকী পরিকল্পনায় (২০২০ থেকে ২০২৫) সামাজিক নিরাপত্তা ব্যবস্থার একটি অন্যতম উদ্দেশ্য হচ্ছে নগর দারিদ্র্য এবং সংশ্লিষ্ট আর্থ-সামাজিক অবস্থা মোকাবেলায় সামাজিক সুরক্ষার পরিসর সম্প্রসারণ করা।

শহরের নিম্ন-আয়ের এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্যের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ

শহরের নিম্ন-আয়ের এলাকার বাসিন্দাদের প্রতি বৈষম্য সরকারি সেবাগুলো পেতে এবং দরিদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসতে বাধা প্রদান করে। সরকারি ও অন্যান্য সেবা থেকে বঞ্চিত হওয়া এবং প্রান্তিকীকরণ রোধ করার জন্য সরকারের বিভিন্ন পদক্ষেপ নেয়া প্রয়োজন, যেমন—

- "বস্তি" শব্দটি ব্যবহার না করা এবং তাদের এলাকার যে নাম, সেই নামে ডাকা বা, শহরের নিম্ন-আয়ের এলাকা হিসেবে উল্লেখ করা যেতে পারে।
- শহরের নিম্ন-আয়ের এলাকার বাসিন্দাদের প্রতিনিধিত্ব নিশ্চিতকরণ এবং সব ধরনের অধিকারসহ নাগরিক হিসাবে স্বীকৃতি দেওয়ার জন্য স্থানীয় ভোটার হিসাবে নিবন্ধন করা প্রয়োজন।
- নিম্ন-আয়ের এলাকায় বসবাসকারী ভাড়াটিয়াসহ সকলকে বৈধ বাসিন্দা হিসাবে স্বীকৃতি দেয়া দরকার, তাদেরকে নাগরিকত্বের সব অধিকারগুলি পেতে সক্ষম করে তোলাও জরুরী (যেমনঃ পাসপোর্ট এবং সামাজিক সুরক্ষা স্কিম)।

সহায়তার মর্যাদাপূর্ণ বিতরণ নিশ্চিত করা

যেকোন সরকারি বা, অন্য ধরনের সামাজিক সুরক্ষা সহায়তা সম্মানজনক পদ্ধতিতে বিতরণ করতে হবে। স্বল্পমূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিক্রি কর্মসূচীর ব্যবহারকারীদের অভিজ্ঞতা এবং এর প্রচার বিভিন্ন উপায়ে আরো উন্নত ও সম্মানজনক করা যেতে পারে যেমন—

- খাদ্য বিক্রয়ের জন্য স্পট এবং দিনের সংখ্যা বৃদ্ধি করা।
- সারাদিন বিভিন্ন পেশার মানুষের জন্য বিভিন্ন টাইম স্লটের সুবিধা থাকা দরকার (বিশেষ করে বিভিন্ন কর্মজীবী জনগোষ্ঠীর বিভিন্ন কর্মঘণ্টা সমন্বয় করার জন্য)।
- মহিলা এবং পুরুষদের জন্য আলাদা লাইনের ব্যবস্থা করা।
- জনসম্মুখে বিতরণের পরিবর্তে নির্ধারিত দোকানের মাধ্যমে বিতরণ করা যেতে পারে।
- স্বল্পমূল্যে খাদ্য সামগ্রী বিক্রির পরিবর্তে নগদ ভাতা বা, ভাউচার দেওয়া যাতে লোকজন তাদের নিজের পছন্দ মতো খাদ্য সামগ্রী নিতে পারে।

সমন্বিত নীতির উদ্যোগ নেয়া

শহরের নিম্ন-আয়ের বাসিন্দাদের উপর কোভিড-১৯ মহামারি বা, অন্য কোন দুর্যোগের প্রভাব কাটিয়ে উঠার জন্য শুধুমাত্র এক ধরণের সামাজিক সুরক্ষা কর্মসূচী যেমন নগদ টাকা হস্তান্তর, জিনিসপত্র দিয়ে সহায়তা বা, খোলা বাজারে খাদ্যশস্য বিক্রির মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকা উচিত নয়। এর পাশাপাশি জীবিকা সুরক্ষায় বিভিন্ন পদক্ষেপ এবং বীমা ব্যবস্থার প্রচলন করা প্রয়োজন।

সামাজিক সুরক্ষা এবং বৈষম্য বিরোধী পদক্ষেপ শহরের নিম্ন-আয়ের বাসিন্দাদের জীবিকা বিনির্মান এবং আর্থ-সামাজিক স্থিতিস্থাপকতা অর্জন, দরিদ্রতা থেকে বেরিয়ে আসার জন্য গুরুত্বপূর্ণ উপাদান। এছাড়া সামাজিক সুরক্ষার মর্যাদাপূর্ণ বিতরণ ব্যবস্থাকে বৃহত্তর শ্রমবাজার, অর্থনৈতিক প্রবৃদ্ধি এবং নগর পরিকল্পনা কর্মসূচীর সাথে সংযুক্ত করে একটি সমন্বিত নীতি উদ্যোগের বাস্তবায়ন জরুরী।

এই গবেষণাটি যুক্তরাজ্য সরকারের পররাষ্ট্র, কমনওয়েলথ ও ডেভেলপমেন্ট অফিসের (FCDO) কোভিড-১৯ লার্নিং, এভিডেন্স অ্যান্ড রিসার্চ প্রোগ্রামের (CLEAR) আওতায় করা হয়েছে। কোভিড-১৯-এর প্রভাব থেকে উত্তরণের জন্য CLEAR বাংলাদেশে নীতি-প্রাসঙ্গিক গবেষণা ও প্রমাণপত্র তৈরি করে থাকে। এখানে ব্যবহৃত তথ্যাবলী থেকে উদ্ভূত কোন ত্রুটি, কিছু বাদ পড়ে যাওয়া বা, অন্য কোনো পরিণতির জন্য কোভিড-১৯ লার্নিং, এভিডেন্স অ্যান্ড রিসার্চ প্রোগ্রাম (CLEAR) দায়ী নয়। এ সম্পর্কিত যে কোনো মতামত এবং দৃষ্টিভঙ্গি FCDO, CLEAR বা, অন্য কোনো সহযোগী সংস্থার মতামত ও দৃষ্টিভঙ্গিকে প্রতিফলিত করে না।